তারিখ: 21 NOV 2016
পৃঃ ৩ কলাম ৫-৬

দৈনিক ইত্তেফাক

ব্যবসায়ীদের হামলায় জবির ২০ শিক্ষার্থী আহত

■ জবি সংবাদদাতা

ঘড়ি মেরামতকে কেন্দ্র করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শিক্ষার্থীদের মারধর ও বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংক শাখা ভবনে ভাঙচুর করেছে পুরান ঢাকার ঘড়ি ব্যবসায়ীরা। মারধরের ঘটনায় ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। গতকাল দুপুর ১টায় বিশ্ববিদ্যালয় পেছনের ফটকের সামনে পাটুয়াটুলিতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পাটুয়াটুলির এসআর ভবনের সায়েম টাইমস সেন্টার ঘড়ির দোকানে অর্ণব ও রনি নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী ঘড়ির ফিতা ছিদ্র করতে গেলে দোকানদারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে দোকানের মালিক-কর্মচারীরা এক হয়ে দোকানের সাঁটার বন্ধ করে তাদের আটকে রেখে মারপিট করে। এ খবর শুনে অর্ণব ও রনির বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা তাদের উদ্ধার করতে গেলে ঘড়ি ব্যবসায়ী মালিক ও কর্মচারীরা একত্রিত হয়ে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। এসময় ব্যবসায়ীরা ঘড়ি মার্কেট সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে এবং ব্যাংকের ভবনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পরবর্তীতে কোতোয়ালী থানা পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

আহত শিক্ষার্থীরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয় হিসাববিজ্ঞান বিভাগের নবম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাসেল, অর্ণব, রনি, শাকিল, সজীব, নাজিম, সাকিব, হাবিবুর ও ইমরানসহ ২০ জন। এদের মধ্যে গুরুতর আহত রাসেল, অর্ণব, রনি, শাকিলকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও বাকিদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এফ এম শরীফুল ইসলাম বলেন, পুরান ঢাকার ঘড়ি ব্যবসায়ীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর এর আগেও অনেকবার হামলা করেছে। আজ ঘড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছে। সেখানে আমরা আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয়, ক্ষতিপূরণ, ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে.এ স্বীকারোক্তি এবং আমাদের দাবি দাওয়া জানাব। আর তারা যদি আমাদের দাবি পূরণ না করে তবে আমরা আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

বাংলাদেশ ঘড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবুল বাসার শিক্ষার্থীদের ওপর এবং ব্যাংকে হামলার ঘটনা অস্বীকার করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা ঘড়ি দোকান মালিক-কর্মচারীদের উপর হামলা করলে ব্যবসায়ী, মালিক, কর্মচারীরা তাদের ধাওয়া করে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড.নূর মোহাম্মদ বলেন, ঘড়ি ব্যবসায়ীরা শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালিয়ে অন্যায় করেছে। আজ তারা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছে সেখানে ঘটনার সমাধান না হলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করব।